দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 20 MAR 2008
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

# এখনো কলুষমুক্ত হয়নি আলোচিত 'শিক্ষা ভবন'

## লাখ টাকা ঘুষ : মন্ত্রণালয়ে তোলপাড়

স্টাফ রিপোর্টার

র‍্যাব আর যৌথ বাহিনীর উপর্যুপরি ঝটিকা অভিযানের পরও দুর্নীতির আখড়া হিসেবে খ্যাত 'শিক্ষা ভবন' এখনো কলুষমুক্ত হয়নি। এবার আলোচিত একজন সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে একটি কলেজের প্রিন্সিপালকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থেকে বাঁচিয়ে দেয়া পৃঃ ২ঃ কঃ ৮

আলোচিত 'শিক্ষা ভবন'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাবদ নগদ এক লাখ টাকা ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষাসচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ আসার পর তোলপাড় শুরু হয়েছে গোটা মন্ত্রণালয়ে।

শিক্ষা ভবনের সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩) বেনজীর আহমেদ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার জনতাবাজার শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজের প্রিন্সিপাল ইউনুস শরীফের কাছ থেকে এ ঘুষ গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম বলেছেন, ঘটনাটি তদন্ত করা হবে। তদন্তে প্রমাণিত হলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, দুর্নীতি বা অনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কাউকেই কোনো অনুকম্পা দেখানো হবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শাখা-১৩ (শৃঙ্খলা) সূত্রে জানা গেছে, ভোলা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার জনতাবাজার শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজের প্রিন্সিপাল ইউনুস শরীফ সম্প্রতি কলেজের ১৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। বিধিবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন খাতের নামে এ অর্থ তিনি কলেজ তহবিল থেকে উঠিয়ে নেন। এ ব্যাপারে চরফ্যাশনের ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজের প্রভাষক মোঃ নাছির আহমেদ চরফ্যাশন নৌ কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। নৌ কন্টিনজেন্টের কমান্ডার তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেন। চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোস্তফা সরেজমিনে বিশদ তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পান। তিনি গত ২০ সেপ্টেম্বর প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

জানা গেছে, শিক্ষা ভবনে প্রতিবেদনটি এসে পৌঁছানোর পরপরই প্রিন্সিপাল ইউনুস শরীফ দুর্নীতিবাজ সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩) বেনজীর আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা ধামাচাপা দেন। এ কাজে বেনজীর নগদ ১ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন বলে চরফ্যাশনের ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বার নূর মোহাম্মদের পুত্র মোঃ ফারুক গত ২৫ ফেব্রুয়ারী শিক্ষা সচিবকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। গত কয়েক দিন তা ধামাচাপা দিয়ে রাখার পর গত সোমবার তা শিক্ষা সচিবের নজরে আসে।

ওই দিন শিক্ষা ভবনে বিভিন্ন কাজে আসা সাধারণ শিক্ষকরা জানান, বেনজীর আহমেদ ১ লাখ টাকার নীচে কোনো ঘুষ নেন না। তিনি সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, প্রায়ই প্রবীণ অনেক শিক্ষককে রুম থেকে বের করে দেন। এছাড়া তিনি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা এসোসিয়েশনের প্রভাবশালী নেতা হওয়ায় বেসরকারী শিক্ষকদের ওপর দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়ে থাকেন।